অধ্যাদেশ নং ……., ২০২৫

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ (খসড়া)

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পুরণকল্পে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।— (১) এই অধ্যাদেশ ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।— ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২। আইনের প্রাধান্য।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।"

৩। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৫ এর

(ক) দফা (কক) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (কককক) বিলুপ্ত হইবে;

(গ)দফা (গগ) এর শেষাংশে উল্লিখিত ব্যাখ্যাংশ বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (ঞ) এর পর নূতন দফা (ঞঞ) নিম্নরূপভাবে সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞঞ) "ফাইন্যান্স কোম্পানি" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) তে সংজ্ঞায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানি";

এবং

(ঙ) দফা (দদ) এর পর নূতন দফা (দদদ) নিম্নরূপভাবে সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(দদদ) 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান'-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন বা ২০% এর অধিক শেয়ার ধারণ করিয়া থাকেন বা ঋণের জামিনদাতা হইয়া থাকেন তাহা হইলে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান' হিসাবে গণ্য হইবে;"।

৪। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ল) এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (খ) এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা:—

"(১) বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক-কোম্পানীকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত পরিমাণে, হারে ও পন্থায় মূলধন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ''মূলধন" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত মূলধন সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালায় যে সকল উপাদানকে মূলধন বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইবে সেই সকল উপাদানকে বুঝাইবে।"

৭। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৪ক এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৪ক এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তঃস্থিত "।" দাঁড়ি পরিবর্তে ":" কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক খাতের স্বার্থ বিবেচনায়, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা কৌশলগত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের ক্ষেত্রে উক্ত সীমা শিথিল করিতে পারিবে।"

এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কাহারও নিকট উক্ত উপ-ধারায় নির্ধারিত শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার থাকিলে, উহা উক্ত কোম্পানী বা পরিবারের সদস্য নন এমন ব্যক্তি বা উক্ত কোম্পানীতে শেয়ার নাই এমন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবেন।"

৯। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৪খ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৪খ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ তিনটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৩), (৪) ও (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) একই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা কোন পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে বা উভয়ভাবে, একই সময়ে একাধিক ব্যাংক-কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারণ করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কোন একটি ব্যাংক-কোম্পানীর ০২ (দুই) শতাংশ বা তার অধিক শেয়ার ধারক হইলে উক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী একই সময়ে অন্য কোন ব্যাংক-কোম্পানীর মোট শেয়ারের শতকরা ০২ (দুই) শতাংশ বা তার অধিক শেয়ার ধারণ করিতে পারিবেন না।

(৫)সরকার, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও কৌশলগত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা কোন পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে বা উভয়ভাবে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর শতকরা ০৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ করিলেও তাহাদের ভোটাধিকার সকল শেয়ারহোল্ডারগণের সামগ্রিক ভোটাধিকারের শতকরা ০৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১৪ক এবং এ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও কৌশলগত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংজ্ঞা বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্ধারণ করিতে পারিবে।"

১০। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর

(ক) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যাংক-কোম্পানীকে" শব্দগুলি ও হাইফেন এর পরিবর্তে "অন্য যে কোন ব্যাংক-কোম্পানীকে" শব্দগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৬) এর

(অ) দফা (অ) এ উল্লিখিত "১০ (দশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১৫ (পনের)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (এ) এ উল্লিখিত প্রান্তঃস্থিত "।" এর পরিবর্তে ";" প্রতিস্থাপিত হইবে;

এবং

(ই) দফা (এ) এর পরে নিম্নরূপে একটি নূতন দফা (ঐ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঐ) তিনি সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি, জাতীয় সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হন।";

(গ) উপ-ধারা (৯) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৯) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৯) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্বতন্ত্র পরিচালকসহ কোন ব্যাংক-কোম্পানীতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) জন পরিচালক থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা মোট পরিচালক সংখ্যার শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগের কম হইবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, স্বতন্ত্র পরিচালকের ফি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "স্বতন্ত্র পরিচালক" বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও শেয়ারধারক হইতে স্বাধীন এবং যিনি কেবল ব্যাংক-কোম্পানীর স্বার্থে স্বীয় মতামত প্রদান করিবেন এবং ব্যাংকের সহিত কিংবা ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সহিত যাহার

অতীত (অন্যূন তিন বৎসর), বর্তমান বা ভবিষ্যত কোন প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নাই।";

এবং

(ঘ) উপ-ধারা (১০) এ উল্লিখিত "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে ।

১১। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫কক এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৫কক এর

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৮" শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী ও উহার হাইফেন এর পরিবর্তে "ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী ও উহার হাইফেন এবং "১২ (বার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৬ (ছয়)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "১২ (বার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৬ (ছয়)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এর ব্যাখ্যাংশে উল্লিখিত "১২ (বার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৬ (ছয়)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫গ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৫গ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যাংক-কোম্পানীতে" শব্দগুলি ও হাইফেন এর পরিবর্তে "পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংক-কোম্পানীতে" শব্দগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে ।

১৩। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "হইতে" শব্দের পর "নিজ নামে বা তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ)উপ-ধারা (৫) এর শেষাংশে "এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অগ্রিম বা ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ বা আদায় করিতে হইবে; পুনঃতফসিল বা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত অগ্রিম বা ঋণ নিয়মিত করা যাইবে না।" শব্দগুলি, সেমিকোলন ও দাঁড়ি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "এক" শব্দের পরিবর্তে "তিন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৭ক) এ উল্লিখিত "নোটিশের কার্যক্রম চলমান থাকাবস্থায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "নোটিশ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সময়কালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

১৪। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের নূতন ধারা ১৭ক এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৭ক। **পরিচালক পর্ষদ সভায় উপস্থিতি।**—(১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১০৮(১)(চ) ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ উহার কোন পরিচালক-কে একাদিক্রমে ৩(তিন) মাসের অধিক সময়ের জন্য পর্ষদ সভায় অনুপস্থিত থাকার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুমতি বছরে সর্বোচ্চ একবার প্রদান করা যাবে।"

১৫। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (কক) এ উল্লিখিত "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১ (এক)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে ;

এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (ঈ) এর প্রান্তঃস্থিত কোলন (:) এর পরিবর্তে দাঁড়ি (।) বসিবে এবং অতঃপর উল্লিখিত শর্তাংশ দুইটি বিলুপ্ত হইবে;

১৬। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**— এর প্রান্তঃস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ":" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যাংক-কোম্পানী উহার কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে মূলধন বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না।"

১৭। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৬ক এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৬ক এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "ক্রয়মূল্য" শব্দের পরিবর্তে "বাজারমূল্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

১৮। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৬খ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৬খ এর উপ-ধারা (৪) এর ব্যাখ্যাংশের প্রান্তঃস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";" সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর "তবে, এই ব্যাখ্যাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।" শব্দগুলি, কমা ও দাঁড়ি সন্নিবেশিত হইবে।

১৯। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৭ক এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৭ক এ উল্লিখিত "পদত্যাগ" শব্দের পর "বা অপসারণ বা অব্যাহতি বা বরখাস্ত" শব্দগুলি এবং "শেয়ার" শব্দের পর "আংশিক বা সম্পূর্ণ" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

২০। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৭কক এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৭কক এর উপ-ধারা (৩) এর প্রান্তঃস্থিত কোলন (:) এর পরিবর্তে দাঁড়ি (।) বসিবে এবং অতঃপর উল্লিখিত শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে।

২১। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ২৭খ এর বিলুপ্তি।**— উক্ত আইনের ধারা ২৭খ বিলুপ্ত হইবে।

২২। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৫) এর প্রান্তঃস্থিত দাঁড়ি (।) এর পরিবর্তে কোলন (:) বসিবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

'তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পুনর্গঠন, একীভূতকরণ, অবসায়ন, অধিগ্রহণ, ইত্যাদি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকিলে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী বা হস্তান্তর-গ্রহীতা কোন ব্যাংক-কোম্পানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদ যথাযথ মনে করিলে এই ধারার অধীনে আরোপিত বা আরোপযোগ্য জরিমানা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মওকুফ, রহিত বা হ্রাস করিতে পারিবে।'

২৩। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (জ) এর পরে নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঝ) অন্য এমন বিষয় যা বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।"।

২৪। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৯ক এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৩৯ক এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ব্যাংক-কোম্পানীর" শব্দ ও উহার হাইফেন এর পরিবর্তে "ব্যাংক-কোম্পানী" শব্দ ও উহার হাইফেন এবং "করিবেন" শব্দের পরিবর্তে "করিবে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "করিবে" শব্দের পরিবর্তে "করিতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ)উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত দফা (ক) এর "গ্রহণ" শব্দের পর "ও ঋণ প্রদান" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;

(গ) দফা (গ) এর প্রান্তঃস্থিত "।" দাঁড়ি এর পরিবর্তে ";" সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক তার সাবসিডিয়ারীতে নতুনভাবে ঋণ বা বিনিয়োগ বা মূলধন প্রদান নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।";

এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৯) এ উল্লিখিত "বিনিয়োগের" শব্দের পর "যথার্থতা ও" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

২৬। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৫ (পাঁচ)"সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লেনদেনের মাধ্যমে ব্যাংক-কোম্পানীর তহবিলের অপব্যবহার বা মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধের কারণে বা জনস্বার্থে উক্ত পর্ষদ বাতিল করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, আদেশ দ্বারা উক্ত পর্ষদ বাতিল করিতে পারিবে;";

(খ) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) উপ-ধারা ১(খ) এ বর্ণিত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে উক্ত পর্ষদ বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) পরিচালক-পর্ষদ বাতিল আদেশ প্রদান করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় নিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ নিযুক্তি-পত্রে উল্লিখিত মেয়াদকালে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। নিযুক্তি-পত্রে যে মেয়াদের উল্লেখ থাকিবে সেই মেয়াদ পর্যন্ত নিযুক্তির আদেশটি বলবৎ থাকিবে। তবে, শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এই উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত নিযুক্তির মেয়াদ সময় সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।";

(ঙ) উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে;

এবং

(চ) উপ-ধারা (৪) এর পরে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪ক) উক্তরূপ নিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদান্তে পরবর্তী সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীর সদস্যগণ কর্তৃক ব্যাংকের পরিচালক নির্বাচিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক-পর্ষদ বাতিল আদেশ প্রদান করিবার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় নিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ উক্তরূপ নিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদান্তের পরবর্তী সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীতে নতুন পরিচালক নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্তও উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। ব্যাংক-কোম্পানীকে নির্বাচিত নতুন পরিচালকগণ এর নিযুক্তির পূর্বে এ আইনের ধারা ১৫ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানী/সকল ব্যাংক-কোম্পানীর প্রতি নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।"।

২৮। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ই) এ উল্লিখিত "কোম্পানীকে" শব্দের পরিবর্তে "ব্যাংক-কোম্পানীকে" শব্দটি ও উহার হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৫৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "ব্যক্তির" শব্দের পরিবর্তে "প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১০৯ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১০৯ এর

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিষয়ে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।;

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "২০ (বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৫০ (পঞ্চাশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে ।;

এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত "২০ (বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৫০ (পঞ্চাশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ এবং "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৫ (পাঁচ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে ।

৩১। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের নূতন ধারা ১১৭ক এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১১৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১১৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১১৭ক। ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘবিধি পরিবর্তন।- কোম্পানী আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন আপত্তি নাই এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘবিধি পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।"

৩২। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১২০ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ১২০ এর প্রান্তঃস্থিত কোলন (:) এর পরিবর্তে দাঁড়ি (।) বসিবে এবং অতঃপর উল্লিখিত শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে।

৩৩। **১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের বিভিন্ন ধারায় সংশোধন**।- উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত-

(ক) "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "ফাইন্যান্স কোম্পানির" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "ফাইন্যান্স কোম্পানি" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে;

এবং

(গ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠানে" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "ফাইন্যান্স কোম্পানিতে" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে।